২৫০ পর্বে আমার ছবি

চ্যানেল আইতে প্রচারিত চলচ্চিত্রবিষয়ক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান 'আমার ছবি'র ১৬ জুন বৃহস্পতিবার প্রচারিত হবে 'আমার ছবি'র ২৫০ পর্ব।

চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্টদের কর্ম ও জীবন নিয়ে প্রামাণ্য বিনোদনের অনুষ্ঠান 'আমার ছবি'র যাত্রা শুরু হয় ২০০০ সালের ২ জানুয়ারি পরিচালক এ জে মিন্টুর সাক্ষাৎকার প্রচারের মধ্য দিয়ে। ২০০৫ সালে পঞ্চম বর্ষ পেরিয়ে ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করেছে 'আমার ছবি'। ছয় বছরের দীর্ঘ সময়ে নবীন-প্রবীণ মিলিয়ে, মূল ধারা এবং বিকল্প ধারার ৫৭ জন পরিচালককে নিয়ে প্রচারিত হয়েছে ৫৭টি পর্ব। পরিচালকরা হলেন মহিউদ্দিন, এহতেশাম, সুভাষ দত্ত, আমজাদ হোসেন, আজিজুর রহমান, শিবলি সাদিক, ই আর খান, আলমগীর কুমকুম, আকবর কবীর পিন্টু, চাষী নজরুল ইসলাম, তারেক মাসুদ প্রমুখ। পরিচালক মিতা, তোজাম্মেল হক বকুল এবং শেখ নিয়ামত আলী ইতিমধ্যে যারা চলে গেছেন। মৃত্যুর পরে শেখ নিয়ামত আলীর পর্বটি নির্ধারিত সময়ের বাইরেই পুনঃপ্রচারিত হয়েছে।

চিত্রগ্রাহক-পরিচালককে নিয়ে প্রচারিত হয় 'আমার ছবি'র ৫টি পর্ব। এরা হলেন বেবী ইসলাম, রফিকুল বারী চৌধুরী, এম এ সামাদ এবং আবদুল লতিফ বাচ্চু। অভিনেতা থেকে পরিচালক হয়েছেন এমন ৮ জনকে নিয়ে প্রচারিত হয়েছে ১৩টি পর্ব। তারা হলেন হাসমত, মঞ্জুর হোসেন, মাসুদ পারভেজ, দীলিপ বিশ্বাস, নায়করাজ রাজ্জাক প্রমুখ। প্রযোজক থেকে পরিচালক হয়েছেন এমন ৫ জন নিয়ে প্রচারিত হয়েছে ৫টি পর্ব। তারা হলেন শফি বিক্রমপুরী, আজিজুর রহমান বুলি, সিদ্দিক জামাল নান্টু প্রমুখ। কলাকুশলী থেকে পরিচালক হয়েছেন এমন আরো ২ জনকে নিয়ে প্রচারিত হয়েছে। তারা হলেন গীতিকার ও পরিচালক গাজী মাজহারুল আনোয়ার এবং চলচ্চিত্রকার ও সঙ্গীত পরিচালক আজাদ রহমান। 'আমার ছবি' অনুষ্ঠানে ১১ জন প্রযোজককে নিয়ে প্রচারিত হয়েছে ১৩ পর্ব। তারা হলেন রমলা সাহা, হবিবুর রহমান খান, এ কে এম জাহাঙ্গীর খান, ওয়াহিদ সাদিক,

'সেই প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটেছে'

শফিউজ্জামান খান লোদী
উপস্থাপক, আমার ছবি

সাপ্তাহিক ২০০০ : চলচ্চিত্র বিষয়ক অনুষ্ঠান করার ভাবনাটা কিভাবে এলো?

শফিউজ্জামান খান লোদী : আমি এবং আমার বন্ধু দীপেন আমরা শুরু থেকেই চিত্রালী পাঠক-পাঠিকা চলচ্চিত্র সংসদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলাম। সেই সময় থেকেই চলচ্চিত্র নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। আমরা সে সময় এদেশের যে সব ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণ হতো তা নিয়ে মুক্ত আলোচনা করতাম। নকল ছবির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছি। এমন কি টিকিটের মূল্য কমানোর জন্য বিক্ষোভ করেছি। এসবের পাশাপাশি বিভিন্ন দূতাবাসের ছবিগুলো আমাদের সদস্যদের দেখার ব্যবস্থা করতাম এবং নিজেরা দেখতাম। এ অবস্থায় চিন্তা করলাম আর কি করা যায়। তখন আমরা পরিকল্পনা করলাম বোম্বের 'লেহেরেনি'-এর অনুসরণে এদেশেও ভিডিওতে চিত্রায়িত চলচ্চিত্র বিষয়ক ম্যাগাজিন 'স্টার ডায়েরি' নামের অনুষ্ঠান করা। এটা ১৯৯৩ সালে 'স্টার ডায়েরি' শুরু করি। আর এ থেকেই চলচ্চিত্র বিষয়ক অনুষ্ঠানে যাত্রা শুরু।

২০০০ : আপনাদের নির্মিত অনুষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এবং বেশি পর্বের অনুষ্ঠান 'আমার ছবি' এ সম্পর্কে বলুন?

শ. খা. লোদী : এদেশে চ্যানেল বিপ্লব যখন ঘটল তখন ঘরে বসে ছবি দেখা প্রাত্যহিক ও প্রতি মুহূর্তের ব্যাপার হয়ে গেল। এমন সময় আমি ও দীপেন দুজন মিলে চিন্তা করলাম সাক্ষাৎকারমূলক চলচ্চিত্র বিষয়ক ম্যাগাজিন করার। তখন আমরা 'প্যারট পিকক আনন্দ বিনোদন' শুরু করলাম। একটা সময় দেখা গেল নায়ক নায়িকার সাক্ষাৎকারের জন্য সময় পাওয়াটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তখন ওটা বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হওয়ার পর আবার চিন্তায় পড়লাম কি করা যায়। আমরা আবার বসলাম। তখন মাথায় এলো যারা চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত অথচ তারকা না তাদের নিয়ে যদি কাজ করি তবে খারাপ হয় না। তখন আমরা 'আমার ছবি' নামের অনুষ্ঠান নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলাম। 'আমার ছবি' অনুষ্ঠানটির জন্য আমি কৃতজ্ঞ সাগর ভাইয়ের কাছে। দীর্ঘদিন বিজ্ঞাপন না পেলেও সাগর ভাই অনুষ্ঠানটি প্রচার করেছে চ্যানেল আই'তে।

২০০০ : ২৫০ পর্বে পদার্পণ করতে যাচ্ছে 'আমার ছবি' অনুষ্ঠানটি। এ সময় দাঁড়িয়ে নিজেদের কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

শ. খা. লোদী : পর্দার পেছনে যারা মূল কারিগর তাদের সম্পর্কে জানতে পারছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি একজন পরিচালক অথবা একজন প্রযোজকের কর্মময় জীবনের ফুটেজ নিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান শুধু আমাদের দেশেই নয়, ভারতেও নির্মাণ হয়নি। সবচেয়ে ভালো লাগে আমরা যখন চলচ্চিত্র বিষয়ক অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম সেই প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটছে।

২৫০ পর্ব উপলক্ষে আমরা বিশেষ কিছু উদ্যোগ নিয়েছি। এ পর্যন্ত আমাদের অনুষ্ঠানে যারা এসেছেন তাদের উপস্থিত করা। এর পাশাপাশি ২৫০ পর্ব যে হলো এর মধ্যে কি কি হলো এর হাইলাইটসগুলো দুটি পর্বে প্রচার করব। এছাড়া আমরা চলচ্চিত্র সংরক্ষণের বিষয়টি ঘোষণা করব।

নাসিরউদ্দিন দিলু, আকন্দ সানোয়ার মোরশেদ প্রমূখ। কুলাকুশলী থেকে প্রযোজক হয়েছেন এমন দু'জনকে তুলে ধরা হয়েছে অনুষ্ঠানটিতে। তারা হলেন চিত্রগ্রাহক-প্রযোজক মাহফুজুর রহমান খান এবং রেজা লতিফ। ২ জন অভিনেতা-প্রযোজককে নিয়ে প্রচারিত হয়েছে। তারা হলেন অভিনেতা-প্রযোজক ইলিয়াস কাঞ্চন এবং হেলাল খান। কাহিনীকার রাবেয়া খাতুন 'আমার ছবি'তে অতিথি হয়ে এসেছেন দু'বার। 'আমার ছবি' অনুষ্ঠান ছাড়াও ৩ জন চলচ্চিত্র সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র সংসদ ব্যক্তিত্ব অতিথি হয়ে এসেছেন। ৩ জন সঙ্গীত পরিচালককে নিয়ে প্রচারিত হয়েছে ৬টি পর্ব। এছাড়াও এসেছেন সঙ্গীত শিল্পীও। 'আমার ছবি' অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হচ্ছে প্রয়াতদের স্মরণের মাধ্যমে সম্মান জানানো। এ ক্ষেত্রে ২৭ জনকে নিয়ে প্রচারিত হয়েছে মোট ৪১টি পর্ব। 'আমার ছবি' অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন এহতেশাম। তার মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে প্রচারিত হয়েছে ৩টি পর্ব। 'আমার ছবি'তে প্রয়াত পরিচালকদের মধ্যে আরো যাদের স্মরণ করা হয়েছে তারা হলেন উদয়ন চৌধুরী , জহির রায়হান, নজরুল ইসলাম, খান আতা, ফজলুল হক, কাজী জহির, কামাল আহমেদ, বাবুল চৌধুরী, জহিরুল হক ও আলমগীর কবিরসহ শিল্পী-কলাকুশলী অনেকেই।

'আমার ছবি' অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট বিভিন্নজনের এই গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি ছাড়াও ৩৫টি বিষয় নিয়ে প্রচারিত হয়েছে ৫৬টি পর্ব। চলচ্চিত্রকার আমজাদ হোসেন 'আমার ছবি' অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছেন আগেই। পরবর্তীতে 'গোলাপী এখন ট্রেনের ২৫ বছর এবং আমজাদ হোসেন' এই নিয়ে প্রচারিত হয়েছে । চলচ্চিত্রকার চাষী নজরুল ইসলামও অতিথি হয়ে এসেছিলেন ইতিপূর্বে। পরবর্তীতে 'ওরা ১১ জন-এর ৩২ বছর এবং চলচ্চিত্রকার চাষী নজরুল ইসলামের একুশে পদক প্রাপ্তি' এই নিয়ে প্রচারিত হয়েছে অনুষ্ঠানটি। চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদও 'আমার ছবি' অনুষ্ঠানে এসেছেন 'মাটির ময়না' নির্মাণের অনেক আগেই। পরবর্তীতে 'অস্কার এবং মাটির ময়না' এই শিরোনামে ১টি এবং 'তারেক মাসুদ, মাটির ময়না এবং দর্শক ভাবনা' এই শিরোনামে আরো ২টি পর্ব প্রচারিত হয়েছে।

এছাড়াও 'আমার ছবি'তে বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে আমাদের লোকছবি, আমার ছবি এক বছর পেরিয়ে, পরিচালক সমিতির নির্বাচন, স্বাধীনতার ছবি, চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা বন্ধে মহাসমাবেশ, 'মুখ ও মুখোশ'-এর ৪৫ বছর, চিপাচস-এর ২৫ বছর, চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ এবং তার নির্মাতারা, এদেশের চলচ্চিত্রে জুটিপ্রথা, সাফল্যের ১০০ পর্ব, সাফল্যের তৃতীয় বর্ষে, চলচ্চিত্রে মা, চলচ্চিত্রে ক্ষণিকের অতিথি, চলচ্চিত্রে বাবা, চলচ্চিত্রে উত্তরাধিকার, চলচ্চিত্রে দেবদাস , চলচ্চিত্র অঙ্গনে স্বামী-স্ত্রী, সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ন, স্মৃতির ক্যানভাসে মুক্তিযুদ্ধের ছবি, অশ্লীলতাবিরোধী মানববন্ধন, চলচ্চিত্র পরিচালনায় বাংলাদেশের নারী, চলচ্চিত্রের সংকট নিয়ে চিপাচস-এর মুক্তআলোচনা, চলচ্চিত্রে প্রথম, মুখ ও মুখোশ নির্মাণের ৫০ বছর এবং আবদুল জব্বার খান, চলচ্চিত্রে নদী, চলচ্চিত্রে অনুদান, আধিয়ার এবং ব্যাচেলর নিয়ে চিপাচস-এর মুক্ত আলোচনা, আমাদের চলচ্চিত্রে শুধু একবার, আমাদের চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ এবং একটি জাতির জন্ম, ভাষা আন্দোলন এবং আমাদের চলচ্চিত্র, প্রথম মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র ওরা ১১ জন এবং তার শিল্পী কলাকুশলীরা। এই হচ্ছে দীর্ঘ পাঁচ বছর পেরিয়ে ষষ্ঠ বর্ষের 'আমার ছবি'র সুদীর্ঘ পথ চলার ২৪৩ পর্বের ইতিবৃত্ত। ২৫০ পর্বের জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে 'মুখ ও মুখোশ'-এর অভিনেতা সাইফুদ্দিনকে। তাকে নিয়ে আবর্তিত হবে ২টি পর্ব।

'আমার ছবি' অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় চ্যানেল আইয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে। উপস্থাপনায় শফিউজ্জামান খান লোদী। পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও নির্দেশনায় শামীম আলম দীপেনও শফিউজ্জামান খান লোদী।

রুহুল তাপস

শামীম আলম দীপেন

আমাদের ইচ্ছা আছে ছবি পরিচালনা করার

আমি ও লোদী দীর্ঘদিন ধরে এক সঙ্গে পথ চলছি। আমরা দু'জনেই নিজের ভালোলাগার কারণেই এ পথে পা বাড়িয়েছি। আমাদের ইচ্ছে আছে আমি ও লোদী দু'জনে মিলে ছবি পরিচালনা করার। চলচ্চিত্র বিষয়ক অনুষ্ঠান করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়তে হয় ফুটেজ সমস্যায়। এ ব্যাপারে ফিল্ম আর্কাইভের আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় যেখানকার সহযোগিতা পাওয়া দুরূহ কাজ। অথচ আমাদের কাছে থেকে যে কেউ ফুটেজ চাইলে তা পেয়ে যান।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফুটেজ আর্কাইভে থাকা সত্ত্বেও আমরা ব্যবহার করতে পারছি না। এছাড়াও যে সব সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য সময় চেয়ে তাদের সময় না পাওয়া।

চলচ্চিত্র নিয়ে আমাদের আরো অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। চলচ্চিত্র অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অন্য ধরনের অনুষ্ঠান করারও ইচ্ছে আছে।

এ সপ্তাহের ঢাকা

- **বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র :** ২৫ মে বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ইসফেন্দিয়ার জাহেদ হাসান মিলনায়তনে 'পুঁজির দারিদ্র্যনীতি : বাংলাদেশ কাহিনী' শীর্ষক বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করবেন গবেষক সলিমুল্লাহ খান। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অধ্যাপক এম এম আকাশ।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিয়মিত আয়োজন চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে এবার দেখানো হবে

তারিখ ও সময়	ছবির নাম	পরিচালক
১৯ মে সন্ধ্যা ৬টা	নস্টালজিয়া	তারকাভস্কি
২০ মে সন্ধ্যা ৭টা	ক্র্যামার ভারসাস ক্র্যামার	রবার্ট বেনটিয়ন
২৩ মে সন্ধ্যা ৬টা	বেল দে জুর	লুই বুনুয়েল
২৪ মে সন্ধ্যা ৬টা	মিডিয়া	পিয়েরেপাওলো প্যাসোলান
২৬ মে সন্ধা ৬টা	ইল কাস্তিনো, দ্য পোস্টম্যান	রবার্ট রেডফোর্ড
২৭ মে সন্ধ্যা ৬টা	ইনফারনাল অ্যাফেয়ার্স	অ্যান্ড্রুলু

- **জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র :** জহির রায়হান চলচ্চিত্র সংসদের ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জহির রায়হান চলচ্চিত্র সংসদ আয়োজন করেছে মাসব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসবের। প্রথম পর্বে নব্য জার্মান চলচ্চিত্র উৎসব দেখানো হবে জার্মান সংস্কৃতিক কেন্দ্রে।

তারিখ ও সময়	ছবির নাম	পরিচালক
১৮ মে বিকাল ৪টা	পাইওনিয়ার্স ইন ইঙ্গোলস্টাট	রাইনার ভেরনার ফাসবিন্ডার
৫টা ৩০	দি মার্চেন্ট অব ফোর সিজনস্	রাইনার ভেরনার ফাসবিন্ডার
সন্ধ্যা মে ৭টা	বিওয়্যার অব এ হোলি হোর	রাইনার ভেরনার ফাসবিন্ডার
১৯ মে বিকাল ৩টা	ফারঅ্যাওয়ে, সো ক্লোজ!	ভিম ভেন্ডাস
বিকাল ৫টা ৩০	ল্যান্ড অব প্লোন্টি : আংস্ট অ্যান্ড এলিয়েশন ইন আমেরিকা	ভিম ভেন্ডাস
রাত ৮টা	বুয়েনা ভিস্তা সোশ্যাল ক্লাব	ভিস ভেন্ডাস
২০ মে বিকাল ৩টা ৩০	দি ওগার	ফোলকার স্লোয়েনডর্ফ
বিকাল ৫ টা ৩০	সোয়ান ইন লাভ	ফোলকার স্লোয়েনডর্ফ
সন্ধ্যা ৭টা ৩০	দিন টিন ড্রাম	ফোলকার স্লোয়েনডর্ফ